বেরোবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নাম্বার টেম্পারিংয়ের অভিযোগ

বেরোবি প্রতিনিধি

২৪ এপ্রিল, ২০২৫
২০:৫৭

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. তানজিউল ইসলাম জীবনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নাম্বার টেম্পারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক একজন শিক্ষার্থী, যিনি বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন।

ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো অভিযোগপত্রে তিনি মানসিক নির্যাতন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, যৌন হয়রানি ও ইচ্ছাকৃতভাবে নম্বর কমিয়ে ফলাফল খারাপ করার অভিযোগ এনেছেন।

আরো পড়ুন

বিসিএসের সিলেবাসে আসছে পরিবর্তন, জানাল পিএসসি

অভিযোগকারী তার পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন। ই-মেইলের পাশাপাশি অভিযোগপত্র হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদ বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েছি এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটির কাছে হস্তান্তর করেছি।

তদন্ত শেষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় ড. তানজিউল ইসলাম জীবন বলেন, ‘আমি অভিযোগটি দেখেছি। প্রশাসন এখন বিষয়টি দেখছে। তদন্তে যদি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ মেলে, তাহলে শাস্তি পাব; আর যদি প্রমাণ না মেলে, তাহলে অভিযোগকারীকে শাস্তি পেতে হবে।

’

আরো পড়ুন

জন্ম নিবন্ধন করতে বেরিয়ে নিখোঁজ তরুণী, ৫ দিনেও মেলেনি সন্ধান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইতোমধ্যে বিষয়টি তদন্তের জন্য ‘নাম্বার টেম্পারিং ও যৌন হয়রানির অভিযোগ বিষয়ক বিশেষ সেল’ গঠন করেছে। সেলের সদস্যসচিব ড. মো. ইলিয়াস প্রামাণিক জানান, অভিযোগকারীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া এবং অডিও রেকর্ডের সত্যতা যাচাই করাই এখন আমাদের মূল কাজ। আমরা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করব।

উপাচার্য ড. মো. শওকত আলী বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অভিযোগ পেয়েছে এবং তদন্তে জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছে। সত্যতা মিললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

,

উল্লেখ্য, এর আগেও সচেতন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে একই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছিল। ১৪ এপ্রিল থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হওয়া তিনটি অডিও ক্লিপের সূত্র ধরে বিষয়টি আলোচনায় আসে।